

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা পরিকাঠামোহীন

বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর সরকারি অনুমোদন খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিল শিক্ষা দপ্তর। এমন স্কুলের সরকার থেকে দেওয়া নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না থাকলে জরিমানা হবে ১ লক্ষ টাকা।

রবিবার: ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে আরও একবার লাল

কেল্লা থেকে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার প্রথম লাল কেল্লার অনুষ্ঠানে গোওয়া হল জাতীয় মন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’ গীত। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ইতিবাচক বার্তা দিলেন যুব সমাজকে, সাবধান করে দিলেন দিমাগী নকশাল থেকে।

সোমবার : রামপুরহাটের তৃণমূল কার্যালয় থেকে উদ্ধার হল পাঁচ

বাবার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ও ডেপুটি স্পিকার আশিশ বন্দোপাধ্যায়ের বুলন্ত দেহ। পাশ থেকে উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট যা তোলপাড় করে দিচ্ছে রাজনীতি।

মঙ্গলবার : বীরভূমের তারাপীঠের একটি হোটেলে লাগা আগুনে মৃত্যু হল

২ নাবালক সহ ৯ পুণ্যাধীরা। এখানকার হোটেলগুলোর নানা অনিয়ম নিয়ে এর পরেই তৎপর হল প্রশাসন। খতিয়ে দেখা হচ্ছে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। একেই বলে চোর পালানো বুদ্ধি বাড়ি।

বুধবার: বিহারে ছাত্র বিক্ষোভ সামাল দিতে একে-৪৭ ব্যবহারের

দায়ে বিজেপি সরকার পদ থেকে সরিয়ে দিল সিওয়ান জেলার পুলিশ সুপারকে। অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলনের জেরে সব সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল হেমন্ত সোহেন সরকার।

বৃহস্পতিবার: দমকল ও কলকাতা কর্পোরেশনের সদর

দপ্তরের টিল ছোঁড়া দুরূহে থাকা এক হোটেলে গভীর রাতে লাগা আগুনে পুড়ে চলে গেল ৫ বাংলাদেশী নাগরিক সহ ৯ জনের তাজা প্রাণ। দেখা গেল এই অঞ্চলের হোটেলগুলিতে মানা হয়নি কোনো নিয়ম।

শুক্রবার: উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাওয়ার

ক্ষেত্রে সিএএ নিয়মের সরলীকরণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এ বার থেকে জেলাশাসকের মাধ্যমেই মৃত্যু্য সহ উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাবেন। খুশি উদ্বাস্তু মহলে।

● **সবজাত্য খবরওরোলা**

জঙ্গি মডিউলের চক্রান্ত
ব্যর্থ করতে তৎপর প্রশাসন

কুনাল মালিক

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর ১০০ দিনের মধ্যেই পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জালে একের পর এক জিহাদী জঙ্গীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর জিহাদীদের চোখের ঘুম উড়েছে। বিশেষ করে যে সমস্ত মৌলবাদী জিহাদী সংগঠন সহযোগিতা পেতো প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কপালেও চিত্তার ভাঁজ। এতদিন ধরে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ ছিল জিহাদী জঙ্গিদের সেক্ষ করিডর। তারা পশ্চিমবঙ্গকে স্রিপার সেল হিসাবে ব্যবহার করত কিন্তু এখানে কোন বড় ধরনের নাশকতার ছক কষে নি।

যদিও তৃণমূল সরকার ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় তখন বেশ কিছু সন্দেহভাজন জিহাদী সংগঠনের লোকজনের খোঁজ মিলেছিল। পরবর্তী সময়ে অনেক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের মাথারা এ রাজ্য থেকে ধরা পড়েছে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সীমান্ত

এলাকা সুরক্ষিত ছিলনা, তার ফলে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে জঙ্গি জিহাদীরা সহজেই এ

নোদাখালি থেকে
ধৃত শফিক শেখ

নিজস্ব প্রতিনিষি : ১৬ আগষ্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বিড়লাপুর জুটমিল কোয়ার্টার থেকে শফিক শেখ (৪২) নামে এক যুবককে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করলো স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পুলিশ সূত্রের খবর ওই যুবক দেশবিরোধী নানা কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। কিছুদিন আগে ধৃত পাকিস্তানি চর রানা রউফকেও নাকি ভারতীয় বিভিন্ন ডকুমেন্টস সরবরাহ করত। সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ওই যুবক এবং ভান্ডার থেকে ধৃত আরেক জঙ্গি সন্দেহে ধৃত যুবক ‘মুঘলেজাম’ এবং ‘জিহাদ কি সাবিবিল্লা’ দুটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেশবিরোধী নানা প্রচার চালাতো। সূত্রের খবর আল কায়দা জঙ্গি সংগঠনের মাথারা এ রাজ্য থেকে ধরা পড়েছে। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সীমান্ত

এরপর **দুয়ের** পাতায়

স্কুল আছে, পড়ুয়া আছে
নেই নিরাপদ রাস্তা

অরিজিৎ মণ্ডল : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের তেঁতুলবেড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল আছে, পড়ুয়াও আছে। কিন্তু নেই স্কুলে যাওয়ার নিরাপদ রাস্তা। স্কুল ভবনের সামনের মাঠের উপর দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের। আর এক পলসা বৃষ্টি হলেই সেই মাঠ পরিণত হয় ডোবায়। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

বাধ্য হয়ে অনেক ছোট পড়ুয়াকে ভেলায় চাপিয়ে স্কুল ভবনে পৌঁছে দিতে হয়। ছোট বাচ্চারা জলে পড়ে গেলে অনেক সময় তাদের বাড়ি ফিরে

যেতে হয়। আবার বয়সে বড় পড়ুয়ারা ভেলা টেনে ছোটদের পার করে দেয়।



কখনও অভিভাবকরাও সন্তানদের কোলে বা ভেলার সাহায্যে পার করে দেন।

স্কুলের সামনের মাঠে দীর্ঘদিন জল জমে থাকায় অনেক পড়ুয়াই স্কুলে আসতে চায় না। এরপর **দুয়ের** পাতায়

মহেশতলা জুড়ে বেহাল
রাস্তা, নাজেহাল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিষি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বদীর বাঁধ থেকে গ্যাস কোম্পানি হয়ে বুড়ো শিবতলা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা দিন দিন বেহাল হয়েছে। এই দু’কিলোমিটার রাস্তার মাঝে মাঝেই বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ রাস্তারই পিচ উঠে গেছে। বর্ষার জল জমে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বিশেষ করে



ছাত্র-ছাত্রীরা সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন স্কুলে যায়। প্রতিদিনই ছোটখাটো

দুর্ঘটনা লেগেই আছে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

পাঁচ মাসেই
অকেজো
কজওয়ে

অভীক মিত্র : কাজ শেষ হওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়ল ৯৭,৯১,১৯০ টাকা ব্যয়ে খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় গ্রামপঞ্চায়েতের গহড়াকুড়ি এলাকার নবনির্মিত কজওয়ে। এই কজওয়ের বেশ কিছু অংশ বসে গিয়ে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। কাজ শেষ হয়েছিল ২০২৬ সালের ২৬ মার্চ। নির্মানকারী সংস্থা জর্নাদন কনস্ট্রাকশন। আলুকুড়ি, গহড়াকুড়ি, বাতাসপুর, মুসলিয়া, পলাসবুনি সহ ৫-৬টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের ভরসা এই কজওয়ে। কজওয়ে ভেঙ্গে পড়ায় এলাকার স্কুল কলেজের পড়ুয়া সহ রোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মান্বয়ের সামগ্রী ব্যবহার করার কারণেই সামান্য জলের স্রোতে ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় কিছু যুবক সঙ্গীদের নিয়ে মাটি পাথর ফেলে আপাতত সাইকেল মোটরসাইকেল চলাচলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই কাজের সঙ্গে ব্লকের কোনো সম্পর্ক নেই। এই কাজটা এসআরডিএ (পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর) অধীনে হয়েছে। জেলা বলতে পারবে। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, ‘প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করার দাবি জানাবো। সেইসঙ্গে দ্রুত রাস্তা মেরামত করে ব্রীজ তৈরী করার জন্য প্রশাসনকে বলবো।’

এরপর **দুয়ের** পাতায়

দলীয় কর্মীদের
পথে আনতে
নেতাজি দাওয়াই!

ওঙ্কার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসন তরী রাজনৈতিক সমুদ্রে প্রায় টালমাটাল।

সাফল্যের তীরে পৌঁছে দেবার কথা তরাই এই তরীর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা যা করলে তরীটা ডুবতে পারে এরা সেটাই করতে শুরু



দুনীতি ও সন্ত্রাসের বাড়-ঝঞ্ঝা আগে সামলাবে, না সাফল্যের রসদে তরী ভরাবে তা নিয়ে ধন্দে কান্ডারীরা। ক্ষমতার তরী ভাসার মাত্র মাস দেড়েক পর থেকে সারা বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যেসব খবর আসছে তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যাদের এই তরীকে নির্বিয়ে

করেছে যে এই তরীর হাল ধরে আছে সেই হলধরের শত হুঁশিয়ারিও এদের বদলাতে পারছে না। বাধ্য হয়ে কয়েকজনকে এই তরী থেকে নামিয়েও দেওয়া হয়েছে। তবুও পরিস্থিতি বদলাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

দিকে দিকে বিক্ষোভ অন্তর্পূর্ণাদের
প্রশ্ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা নিয়ে

প্রিয় মিত্র : ১৭ আগস্ট এর পর গোটা রাজ্য জুড়ে যারা যোগ্য মহিলারা অন্তর্পূর্ণা যোজনা পাননি তারা বিক্ষোভে বিভিন্ন এলাকায় शामिल হচ্ছেন। কোথাও পঞ্চায়েত দপ্তরে ঘেরাও চলছে, কোথাও বিডিও দপ্তরে ঘেরাও চলছে, আবার কোথাও চোখে পড়ছে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মহিলারা। ভোটের আগে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ভোটে ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যের যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান ১৫০০ টাকা করে তারা সকলে ৩০০০ টাকা করে পাবেন। সেই প্রতিশ্রুতি কি রাখতে পেরেছে সরকার? উঠেছে প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত যখন ভোটের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি সংবল্ল পত্র প্রকাশ করেছিল, সেখানে উল্লেখ ছিল যে অন্তর্পূর্ণা ভান্ডার হিসেবে ৩০০০ টাকা করে পাবেন মহিলারা স্বাবলম্বী হবার জন্য লক্ষী ভান্ডারের পরিবর্তে। সেখানে কিন্তু কোন ক্রাইটেরিয়, যোগ্য-অযোগ্য, মাসিক ইনকামের উল্লেখ ছিল না। এমনকি ভোটের আগে এও আমরা দেখেছি বিজেপির মহিলা মোচার নেত্রীরা বিভিন্ন বুথে বুথে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্ম ফিলাপের করিয়েছেন এই অন্তর্পূর্ণা যোজনার সেখানেও কিন্তু কোন ক্রাইটেরিয়ার উল্লেখ ছিল না।

প্রসঙ্গত এবার বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের একটি বিশাল অংশ বিজেপি সরকারের এই প্রতিশ্রুতিকে নির্ভর করে পদাফুল



চিহ্নে ভোট দিয়েছেন। বিজেপি সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর গত ১৯ মে অন্তর্পূর্ণা যোজনার অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যতদিন না অন্তর্পূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা চুকছে ততদিন পর্যন্ত লক্ষী ভান্ডার চালু থাকবে। ২৭ মে সরাসরি অন্তর্পূর্ণা যোজনা প্রকল্পে মহিলাদের একাউন্টে টাকা চুকতে থাকে। তবে সবলেই তখন টাকা কিন্তু পাননি। ২৯ মে আরো কিছু ঝাড়াই-বাছাই করার জন্য বারো পাতার একটি ফর্ম দেওয়া হয় ফিলাপ করার জন্য। সেই ফর্ম দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যান। তবুও অধিকাংশ মহিলারাই সহযোগিতা

করেন কারণ দেখা যায় যে বিগত সরকারের আমলে লক্ষী ভান্ডারের নামে অনেক পুরুষও টাকা তুলে নিয়েছেন। তাই সেগুলো অবশ্যই যাচাই বাবাড়াই-বাছাই করার প্রয়োজন ছিল।

৩ জুন প্রথম কিস্তির টাকা অন্তর্পূর্ণা যোজনায় আবার ঢোকে প্রায় ২৮ লক্ষ উপভোক্তার একাউন্টে এই টাকা যায়। কিন্তু তখনও অনেক যোগ্য মহিলারা অন্তর্পূর্ণা যোজনা থেকে বঞ্চিত হয়। ৬ আগস্ট আবার একটি ফর্ম ছাড়া হয় ছোট করে, পুনরায় বিবেচনার জন্য।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

ফোড়েনের দাপাদাপি, হিমঘরে হাল ফিরবে মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিষি : মাছে ভাতে বাঙালি, বাঙালি মানে সবকিছুর শেষে মাছের ঝোল। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন মাছ খেতে হবে, তবেই বাঙালির বুদ্ধি খুলবে। আর সত্যি তাই, বাঙালির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে নাকি লুকিয়ে আছে এই মাছের রহস্য। সব কিছুর সাথেই মাছের যেন এক ওতপ্রোত যোগাযোগ। ফুটবল ময়দানে ইলিশ-চিংড়ির লড়াই, আবার রাজনীতির ময়দানে বাঙালির মাছের লড়াই। এই তো কয়েক মাস আগেই রাজনীতি সরগরম হল নতুন সরকার এলে বাঙালি মাছ খেতে পারবে তো? ভোট প্রচারে মাছ হাতে নিয়ে প্রার্থীদের প্রচার। দিল্লি থেকে উড়ে এসে নেতারা কঙ্গি ডুবিয়ে কাঁটা বেছে মাছ খেলেন শুধু বাঙালির মনে ভরসা জোগাতে, মাছ থেকে

বঞ্চিত হবে না বাঙালি। তবে যাই হোক নতুন সরকার আসার পরে বাঙালির হৈসেলে মাছের চাহিদা খুব একটা কমেনি। তবে মৎস্যজীবীরা যে বিশাল পরিমাণ পেকেট ভরতে পারছে মোটেই তা নয়। কারণ তাদেরকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় আড়তদারদের ওপর। একটা নৌকা সমুদ্রে বা নদীতে নামাতে লাগে বিশাল খরচ। এই মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারের কোন ঋণের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদেরকে ঋণ নিতে হয় আড়তদারদের থেকেই, মাছ বন্দরে নামলেই তুলে দিতে হয় আড়তদারদের হাতে। এছাড়াও বন্দরে কোন হিমঘরও নেই। যেখানে জেলেরা অধিক মাছ ধরলে সেই মাছ রাখতে পারবে। বেশি মাছ ধরলে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কম টাকাতাই বেচে দিতে হয় আড়তদারদের কাছে।

ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যজীবীরা আফ্রোপের সুরে বললেন, মাছের



চাহিদা থাকলেও যোগান নেই। ক্রমশ মাছের যোগান কমে যাচ্ছে, জালে

মাছ উঠছে কম। কিন্তু কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে তারা বললেন, গভীর



সমুদ্রে মাছের আশায় প্রচুর মাছ ধরে ফেলা হচ্ছে এবং তার মধ্যে রয়েছে

ডিমযুক্ত মাছ, তাই মাছের প্রজনন



কাছে তারা আবেদন করেন, যাতে বটম ট্রিলিং, ছোট জাল দিয়ে মাছের

চারা ধরা এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে মাছ ধরার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এছাড়াও বন্দরে বন্দরে সরকারিভাবে যদি হিমঘর করা যায় তাহলে সঠিক দাম নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের পর্যাপ্ত জোগান দেওয়া যাবে। অনেকেই আবার বলছেন চেষ্টা মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত যে মাছ ধরাটা বন্ধ থাকে তার তারিখ যদি আর একটু বাড়ানো যায় তাহলে মাছের ডিম প্রস্তুতটি হয়ে যাবে আর ডিমওয়াল মাছও জালে পড়বে না। তাদের দাবি, শ্রাবণ মাসের ১০ তারিখের পরে মাছ ধরা শুরু হোক এবং বসন্তের দিকে আর একটু দিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক। তাহলে অনেকাংশে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। ফ্রেজারগঞ্জ বন্দরের মাছচাষীরা আবেদন করেন, যাতে বন্দরটি আর একটু বড় করা যায়।

তাহলে একই সময়ে বেশি সংখ্যক নৌকা নোঙর করতে পারবে। মাছ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত গোপাল প্রামাণিক বলেন, দূষকের জন্য মাছ কমে যাচ্ছে। নদীদ্বিড়িতে যেখানে প্রজননের জায়গা সেখানেও দূষকের জন্য মাছের প্রজনন হচ্ছে না। বড় বড় জাহাজের দূষণও এর জন্য দায়ী। উনিও ট্রল কিসিংয়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন এবং সরকারি নজরদারির আহ্বান জানান। হিমঘর করা গেলে মাছের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। মাছ ধরা নৌকার সবথেকে বড় খরচ হল ডিজেল বা জ্বালানী। এই ডিজেলের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্যজীবীদের যদি এই জ্বালানীর উপর কিছুটা ছাড় দেওয়া যায় তাহলে অনেকটাই উপকৃত হবেন মৎস্যজীবীরা।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

জলমগ্ন পানের বরজ মাথায় হাত চাষীদের

সৌরভ নন্দর, **গঙ্গাসাগর** : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিয়চাপের জেরে গত কয়েক দিন ধরে চলা অবিরাম বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত সাগরদ্বীপের জনজীবন। এর জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার পান চাষীরা। টানা বৃষ্টির কারণে সাগরের মন্দীরতলা চক ফুল ডুবি সহ বিভিন্ন



এলাকার পান বরজগুলিতে জল জমে গেছে। জলের তলায় তলিয়ে গেছে বহু পান গাছের নিচের অংশ। স্থানীয় পান চাষীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের পরিবারগুলির একমাত্র জীবন–জীবিকা এই পান

বিজেপির বুথ সভাপতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, **সেনারপুর** : ফ্ল্যাটের বামেলা মেটাতে ক্লাবে এনে তোলাবাড়ি ও মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় ছিট কালিকাপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি সমিত মালিক ওরফে নাটু। চিংড়ি প্রসেসিং ইউনিটের এক সহকর্মী সহযোগিতায় প্রসেসিংয়ের অপর এক তরুণের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়েছেন স্ত্রী। তরুণীর স্বামীর সন্দেহ হওয়ায় বিজেপির বুথ সভাপতি সমিত মালিককে বিষয়টি নিয়েই পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিজেপির ওই বুথ সভাপতি মুকুমদপুরে চিংড়ি প্রসেসিং ইউনিটের কর্মী অসীম অধিকারিকে তুলে আনেন। স্থানীয় এক ক্লাবের খাপ পঞ্চায়েতের স্বঘোষিত বিচার সভায় আটকে রেখে অসীম বাবুকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় এমনকি জরিমানা ধার্য করে টাকা আদায় করার অভিযোগও উঠেছে।

শাসক দলের একজন বুথ সভাপতি যেভাবে স্বঘোষিত পুলিশ হয়ে আইন হাতে তুলে নিয়েছেন, তাতে বিজেপির নিচু তলার কর্মীদের উপর শীর্ষ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুথ সভাপতি সমিত ওরফে নাটুকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব যাদবপুর থানা। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাড়ি, মারখোর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব যাদবপুর এলাকায় একটি চিংড়ি মাছের প্রসেসিং ইউনিটে তাপসী নামে এক তরুণী কাজ করতেন। সেখানে সহকর্মী এক তরুণের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান ওই তরুণী। দুজনে দেখা করতেন বিভিন্ন জায়গায়।

চলতি মাসের শুরুতে বয়স্কেতের সঙ্গে পালিয়ে যান ওই তরুণী। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের

মিড–ডে–মিলের চালে পোকা, বিক্ষোভ



নিজস্ব প্রতিনিধি, **বনগাঁ** : উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত সাভাইপুর ৫৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের মিড–ডে–মিলের চালে পোকা পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। এদিন সেন্টারে চালের বস্তা পৌছতেই উদ্ভেজনা সৃষ্টি হয়। শুধু পোকা লাগা চলই নয়, কেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো নিয়েও অভিভাবকরা বিক্ষোভে সামিল হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন শিশুদের মিড–ডে–মিলের খাবারের জন্য তিন বস্তা চাল আসে। কিন্তু বস্তা খুলতেই দেখা যায় চালের মধ্যে ভর্তি পোকা। অভিভাবকরা বলেন, ‘এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো করে।’

চাষের উপরই নির্ভরশীল। এভাবে বরজে জল জমে পান গাছ পচে নষ্ট হতে শুরু করলে তাদের পথে বসার উপক্রম হবে। এই চরম বিপদের দিনেও হাল ছাড়তে নারাজ ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়া চাষীরা। বরজের যে অংশগুলি এখনও কিছুটা রক্ষা করা সম্ভব, সেগুলি বাঁচাতে

মাছ চাষের আড়ালে বেআইনি বাজির কারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি , **চম্পাহাটি** : চম্পাহাটিতে ফের বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনায় ২ জন আহত হয়েছেন। অভিযোগ, পুকুরে মাছ চাষের আড়ালে লোকালয় থেকে দূরে একটি ঘরে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি কাজ চলছিল। সেই জায়গাতেই বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান। আহতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন, যিনি সংশ্লিষ্ট মালিকের আত্মীয়া বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলে সতিই বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হচ্ছিল কি না, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না–সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে বারকইপুর থানার পুলিশ। এছাড়াও এলাকায় কোথাও বেআইনিভাবে বাজি তৈরি বা মজুতের খবর থাকলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন।

পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার বোমা গ্রেফতার এক

উত্তম কর্মকার, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার অন্তর্গত ছামনাবুনি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ১০টি সকেট বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় রহমতুল্লা পিয়াড়া (২৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছামনাবুনী গ্রামের একটি বাড়িতে বোমা মজুত করে রাখা হয়েছে খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি ও অভিযান চালায়।

তল্লাশির সময় রহমতুল্লা পিয়াড়ার বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মোট ১০টি সকেট বোমা উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যেই রহমতুল্লা পিয়াদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ঘটনায়।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে বিএনএস–এর ২৮৮ ধারা এবং এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেনশেশ্যে এন্ট–এর ৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।



তবে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোটা সেগুলি সেখানে মজুত করেছিল এবং ধৃতের সঙ্গে ওই বোমাগুলির কী সম্পর্ক – তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তারও অনুসন্ধান চলছে।

দেবাশিস রায়, **পূর্ব বর্ধমান** : শারদোৎসবের এখনও ঢের দেরি আছে। তবে, দিনকলহ ধরে যেভাবে সর্বত্র দক্ষায় দক্ষায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে তাতে মৃৎশিল্পীদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট হতে শুরু করেছে। দ্রিপল খাটিয়ে, ছাউনি বানিয়েও কাঁচা প্রতিমা রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিমা শুকোতে না পারলে পরবর্তী কাজেও বিলম্বজনিত কারণে প্রতিমা সময়মতো ডেলিভারি দিতেও সমস্যা হবে। গোদের ওপর বিষকোঁড়ার মতো উদয় হয়েছে মাটির সমস্যা।পূর্ব বর্ধমান জেলার মৃৎশিল্পীদের অধিকাংশই আসন্ন শারদোৎসবের দুর্গাপ্রতিমা তৈরি নিয়ে যোরতর দুঃশ্চিন্তায় কাটাচ্ছেন। এই সামগ্রিক

পরিস্থিতির মূলে রয়েছে উপযুক্ত মাটির (এঁটেল ও বেলে) পর্যাপ্ত জোগানের অভাব সহ প্রতীমা তৈরির যাবতীয় উপকরণের আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি এবং একইসঙ্গে দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক ঘাটতি। সবমিলিয়ে মৃৎশিল্পীদের কার্যত মাথায় হাত।

একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, রাজ্যের ‘শসাগোলা’ পূর্ব বর্ধমান জেলায় মৃৎশিল্পীরা আগের বছর পর্যন্ত উপযুক্ত মাটির অভাব বেধে করতে পারেন নি। কিন্তু, এবারে পরিস্থিতিটা একেবারে প্রতিকূল। এই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ব্যাপক পরিমোচন, ঘাট সহ নানাবিধ সর্বজি দান হলেও পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতশিল্প এবং মৃৎশিল্পও ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার

সুরক্ষা ও পরিবহন ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ফেরাতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, **গঙ্গাসাগর** : পুণ্যাধীন্দের হেনস্থা এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের মতো দীর্ঘদিনের সন্দেহে সুরক্ষা ও সমস্যা মেলাতে শেষ পর্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। সম্প্রতিসাগরব্লকঅফিসএকঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপায়ে়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কচুবেড়িয়া ও গঙ্গাসাগর পরসেটে যাতায়াতকারী পুণ্যাধীন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে একাধিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন অধিকারিকেরা। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরটিআই অফিসার,পিডব্লিউডিও এবংলআরও অধিকারিকেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানা ও সাগর থানার ওসি, জয়েন্ট বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অটো ও টোটো চালকদের প্রতিনিধিরাও এই আলোচনায় অংশ নেন। বৈঠকে গাড়ি চালক ও মালিকদের জন্য বেশ কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার কড়া নির্দেশ দেওয়া হবে।

বন্ধ কোল মাইনিংয়ের গাড়ি চলাচল প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকপুর থানার গঙ্গারামচক–ভাদুলিয়া কোল মাইনিকে ঘিরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। গ্রামবাসীদের অভিযোগে, কয়লা উত্তোলনের সময় নিয়মিত ব্লাস্টিংয়ের ফলে ভাদুলিয়া গ্রামের মন্দির সহ বিভিন্ন বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। গ্রামের ফুটবল সেলার মাঠও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জঙ্গল থেকে নেমে আসা জোয়ার স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দেওয়ার বহু জমি জলাভাবে পতিত হয়ে পড়েছে বলেও অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এই সমস্ত সমস্যার প্রতিবাদে প্রায় ৬ মাস আগে গ্রামবাসীরা সোচ্চার হয়েছিল। সেই সময় তৎকালীন লোকপুর থানার ওসি, কোল মাইনিং কর্তৃপক্ষের আধিকারিক এবং গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়।

অভিযোগ, ওই নৈঠকে গ্রাম

হয়ে গেছে। অনেক স্টেশন চত্বরে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থাও নেই। নদ্বীী স্টেশনে জল খাবার যে ব্যবস্থা আছে সেখানে ট্যাপকলগুলিও ভেঙে গেছে। তাছাড়া স্টেশনগুলিতে বহু



প্রাচীনকাল থেকে যে সমস্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে, তার গুণগত মান নিয়েও যাত্রীসাধারণের মনে প্রশ্ন আছে।। অনেক প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে সিটগুলো ভেঙে গেছে। কোথাও কোথাও ওভারব্রিজেরও

সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবপ্রসাদ মাজী–র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই আমরা বালিগঞ্জ স্টেশন



থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করবা। অন্যান্য যে সমস্ত স্টেশন থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে সেখানে স্টেশনগুলির সংস্কার খুব দ্রুত শুরু হবে। বযার কারণে সংস্কারে দেরি হচ্ছে।

আটক ১০ বাংলাদেশি

অরিজিৎ মণ্ডল, **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** : দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দীঘি থানার অন্তর্গত নগেন্দ্রপুর এলাকা থেকে ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করলে পুলিশ। পরে তাঁদের লক্ষ্মীকান্তপুর হোমিং সেন্টারে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ২ জন শিশু, ৩ জন মহিলা এবং ৫ জন পুরুষ রয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, প্রায় ৬ বছর আগে দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফিরোজপুর থেকে অবৈধভাবে ভারতে আসার চেষ্টা করেন তারা। এরপর বেঙ্গালুরুতে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। পুলিশের দাবি, প্রায় এক সপ্তাহ আগে বেঙ্গালুরু থেকে রায়দীঘির নগেন্দ্রপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে ওঠেন তারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে রায়দীঘি থানার পুলিশ। তল্লাশিপতে ধৃতদের কতটা ক্ম থেকে বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়দীঘি থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিল্লির এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাজায় করে তুলতে সেদিনের শব্দচমন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ভারতীয় দলের ব্যর্থতা (নিজস্ব প্রতিনিধি)

কমজোরী আফগান সফরের পরে মারডেকা সফরের খেলায় ভারতীয় দল পর পর ৪টি খেলায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরছে দেশে। শেষ খেলা যদিও ইন্দোনেশিয়া দলকে ৩–১ গোলে পরাজিত করেছে তবুও তাদের ব্যর্থতা প্রকট ভাবে দেখা দিল এ বছরে। এই ধরনের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করার সার্থকতা নিশ্চয় আছে আন্তঃর্জাতিক মান উন্নয়ন করতে হলে আন্তঃর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা ও অনুষ্ঠান আয়োজন করার প্রয়োজনও আছে যথেষ্ট। তবে এই বছরে মারডেকো প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের ব্যর্থতা আগেকার সমস্ত ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে গেল। চারটে খেলায় গড়ে ছটা করে গোল খাওয়ার এই নতুন নজীর কি আগামী ভবিষ্যতের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান দেবে? ভারতীয় দলের এই ব্যর্থতা যদি আর কিছু নাও করতে পারে ক্ষতি নেই–অন্ততঃ দেশের মাটিতে প্রিয় দলের জয় পরাজয় নিয়ে বাকবিতণ্ডার অবসান করতে পারলে আমাদের কিছুটা মদল হতে পারে।

১০ম বর্ষ, ২১ আগস্ট ১৯৭৬, শনিবার, ৩৭ সংখ্যা

বেআইনি দখল ভাঙল স্থানীয়রা

পার্থ কুশারী : বারকইপুর থানার পিয়ালি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের রাস্তার জায়গা দখল করে বেআইনিভাবে দোকানখর তৈরির উপযোগী করার উদ্যোগ নেন। অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তৈরি হওয়া দোকানখর ভেঙে ফের রাস্তা তৈরি করলেন এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয়দের দাবি, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই জায়গাটি রাস্তা হিসেবেই ব্যবহার হয়ে আসছে। বাম আমল থেকে তৃণহুল সরকারের সময় পর্যন্ত ওই জায়গা দিয়ে এলাকার মানুষ যাতায়াত করেছেন। অভিযোগ, গত ৪ মে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর হঠাৎই রাস্তার জায়গা দখল করে দোকানখর তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয়, সেই দোকানখর মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার প্রতিবাদেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

শৈখিক মহাসঙ্ঘের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সঙ্ঘ পরিচালিত শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ–র হাওড়া জেলা সম্মেলন শরৎ সদনের এক নাশার হলে মহাসমারোহে উৎযাপিত হলো।

ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরা মেনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রদীপ প্রজ্বলন এবং দেবী সরস্বতী বন্দনা ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ইন্সটিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সম্পাদক পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। সন্ধে সহযোগিতার উষ্ণ পরিবেশে দিনে সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি চন্দ্রশেখর সিং। কোলকাতার বর্ষিয়ান স্বয়ং কার্যনির্বাহক আলোক চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া নগর ও গ্রামীণ সহকার্যনির্বাহক নৃপেন সামন্ত, ভীষ্মদেব মণ্ডল এবং তালুক বিভাগের কার্যনির্বাহক দীপঙ্কর নন্দর, বর্ধমান নগর কার্যকর্তা, হাওয়ার পল্লিগড় ভট্ট, সঞ্জয় বসু, অশোক জয়সওয়াল প্রমুখ বিশিষ্ট জন।

মধ্যমণি জেলা সভাপতি মিতু চক্রবর্তী ও সম্পাদক ড: সচ্চিদানন্দ দাস ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্জার্গরণ প্রসঙ্গে তথ্যবহুল অভিভাষণে অখিল



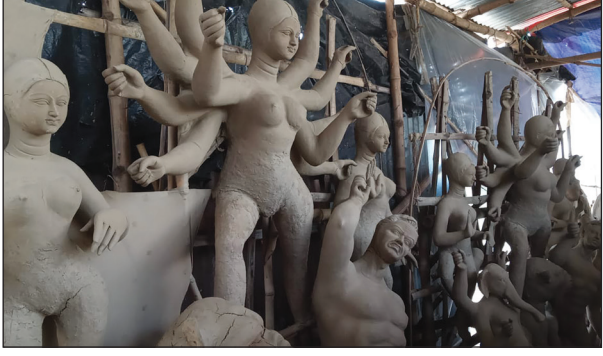
ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ–র ভূমিকা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই সংগঠনে শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সংযোগের ভূমিকা তুলে ধরেন। রাজ্য সহসভাপতি চন্দ্রশেখর সিং ও প্রত্যেক কার্যকর্তার বক্তব্যে পরিকার একটা চিত্র উঠে আসে যে, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈখিক মহাসঙ্ঘ নিছক একটা ব্যক্তি স্বার্থ পূ্রণের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এটি ভারতীয় ঐতিহ্য, সংহতি ও ভারতীয়ত্বের প্রসার, প্রচার ও সাংস্কৃতিক শেকড় স্থান্ননে নিয়োজিত উৎস্বর্গীকৃত অরাজনৈতিক সংস্থা।

অনুষ্ঠানের সর্বত্রই নজর কাড়া আবেদন। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংস্বগহীনতা ও অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সম্মেলন সূচনাতেই সূক্ষ কিন্তু চক্রবর্তী ও সম্পাদক ড: সচ্চিদানন্দ দাস ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্জার্গরণ প্রসঙ্গে তথ্যবহুল অভিভাষণে অখিল

প্রতিমা শিল্পীদের সঙ্গেও টক্কর নেওয়ার ক্ষমতা ধরে। দাঁইহাটের পালপাড়ার প্রবীণ মৃৎশিল্পী ভোলা পাল সহ মমথ পাল, গণেশ পাল, সন্তোষ পাল প্রমুখের কথায় এবারে সময়মতো স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক দূর থেকে চড়া দামে মাটি কিনে এনে অতি কষ্টে কাজ করতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রতিমা তৈরির প্রতিটি উপকরণ যথা বাঁশ, সুতলি দড়ি, পেরেক, খড়, রং, কৃত্রিম চুল, বার্নিশ সহ অনান্য সাজসজ্জা প্রভৃতির দামও অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। সেই তুলনায় প্রতিমার বিক্রি দাম বাড়ছে না। একটু বেশি দাম চাইলে পুজো উদ্যোক্তাদের মুখভার হচ্ছে। মমথ পাল বলেন,



করছেন। বিশেষ করে পূর্বস্থলীর পাটুলি–নারায়ণপুর এবং দাঁইহাটের মৃৎশিল্পীদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের পছন্দমতো মূর্তি তৈরির করার ক্ষেত্রে এখানকার মৃৎশিল্পীরা কলকাতার কুমোরটুলির



পূর্বস্থলী থানার পাটুলি–নারায়ণপুর, কাটোয়ার দাঁইহাট, গোপখাঁজি, উদ্ধারপুর, ভাতাড়, বর্ধমান, গুসকরা, আউশগ্রাম, মেমারী, কালনা, সাতগাছিয়া প্রভৃতি এলাকায় মৃৎশিল্পীরা বেশ সুনামের সঙ্গে কাজ

এখনও পর্যন্ত আমি প্রায় তিরিশটি দুর্গাপ্রতিমার বরাত পেয়েছি। মাটির সমস্যায় মাঝেমাঝেই কাজ থমকে যাচ্ছে। যুবক মৃৎশিল্পী সন্তোষ পাল বলেন, আমরা এপর্যন্ত প্রায় আটশটি দুর্গাপ্রতিমা তৈরির অর্ডার পেয়েছি। তবে, মাটি সহ শ্রমিক সমস্যার মধ্যে যে কীভাবে সময়মতো কাজ শেষ করে উঠব বুঝতে পারছি না। তবে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলে নিয়ে য়েটুকু বোঝা গেল যোরতর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারেও অনেক জায়গাতেই দুর্গাপ্রতিমা এখনও ছয় হাজার টাকার (আকারতদে) মিলছে। সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রতিমার বরাতও রয়েছে বেশ কিছু।

উতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২২ আগস্ট – ২৮ আগস্ট, ২০২৬

অগ্নি–অডিট জরুরী

কলকাতা শহরে অগ্নিকাণ্ড প্রায় প্রতি বছর কমবেশী হয়ে থাকে। সম্প্রতি তারাপীঠের হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন হোটেল ব্যবসায়ী পর্যটকদের পরিষেবা ও নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে কিভাবে। মানুষের প্রাণহানি এদের বিচলিত করে না।

বাংলার অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রগুলিতে পূণ্যার্থীরা স্বল্পকালীন সময় কাটান। সেই অবসরটুকুর নিরাপত্তায় নজরদারি নিয়ে ভাবনা চিন্তা থাকে না। প্রয়োজন কড়া নজরদারি। শহর কলকাতার বহু বাড়ী এবং হোটেল অপরিকল্পিতভাবে তৈরী হয়েছে। যখন অঘটন ঘটে, প্রাণহানি ঘটে, সংবাদ শিরোনামে আসে তখন প্রশাসন একটু নড়চড়ে বসলেও একই তিমিরে থেকে যায় হোটেলের বেআইনি উপাখ্যান।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস আদালতে, বেসরকারি সংস্থায় আগুন নেভাবার যথাযথ নিরাপত্তা নিয়ে জরুরীকালিন অডিট প্রয়োজন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে আইনের ফাঁক দিয়ে লাইসেন্স পেয়ে গেলেও কর্মীদের যথাযথ ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের নানা সময়ে অনলাইন ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে আপডেট থাকার জন্য। এইসব ট্রেনিং অপরিস্রাব্ হলেও হোটেল কর্মচারী, হাসপাতাল কর্মচারী মালিক পক্ষকে সজাগ করার কার্যকরী ব্যবস্থা আজও নেই। তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডে প্রাথমিক তদন্তে আপদকালীন প্রস্থানে গোট বন্ধ ছিল। দমবন্ধ হয়ে অনেকেই নিহত এবং গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন। কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রীটের বহুতল হোটেল সহ বহু নামের নানান হোটেলগুলিতে আবাসিকদের থাকতে হয় এ্রাণ হাতে নিয়ে। নিউ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় এমন বহু হোটেল রয়েছে যেখানে পরিকাঠামো বিপজ্জনক। পুরনবা এবং দমকল দফতরের যৌথ নজরদারিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অগ্নি–অডিট জরুরী।

বাংলাদেশী সাংবাদিক সপরিবারে মারা গেছেন কলকাতার এই অগ্নিকাণ্ডে। ১৮ জন মারা গেলেন। দ্রুত শিক্ষা না নিলে আগামীতে আরো এনুভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী হতে হবে রাজবাঙ্গালীকে। স্ট্রীটের কোর্টের দুঃসহ স্মৃতি রাজাবাসী ভোলেনি। হমকলকর্মীদের প্রাণ হাতে কাজ করতে হয়। প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপন কর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন। নিয়মিত অগ্নি অডিট রাজ্যে আগুন লাগার ঘটনা কমিয়ে দিতে পারে। জমি দখলের হাতিয়ার হিসাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর ঘটনা যাতে বন্ধ হয়ে সে ব্যাপারেও সর্বতকতা প্রয়োজন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

যেহেতু নির্লিপ্ত, তাই সুখ–দুঃখে তিনি উদাসীনই থাকেন। মানুষের জীবনকাল যদি একশ বছর ধরা হয়, তা অনন্তকালের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাহলে পরমাত্মা কেন এ ক্ষণিক অবসরে ইতর দেহাশ্রুভাব গ্রহণ ক’রে বিষয়ে আগ্রহী হবেন? জগৎ যদি স্থির হয়, তবুও তাতে আত্মা আত্মস্থানী হতে পারেন না। কারণ, জগদ্ধাব জড়, আত্মা হলেন চ্যেতন। তাই ভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট দুই অর্থাৎ জগৎ ও আত্মা কিংবা জড় ও চ্যেতন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন না। আর যদি জগৎ স্থির না হয়ে অস্থির হয় তাহলে জগতে মুখ ভিন্ন কে তাতে আত্মশীল হবে? জলের ফেনাকে সত্য ধরা হলে, যখন সেই ফেনা জলেই মিলিয়ে যাবে, তখন পূর্বের ভ্রমবোয়ের জন্য কষ্ট অনিবার্য হয়ে ওঠে। হে মহাবাহো! সূর্য্য কিরণ বিতরণ ক’রে সকল প্রাণীর প্রাণকার্য সমাধা করছেন, কিন্তু কর্তৃত্বহীন ও নিষ্ক্রিয় সেই সূর্য্যের মতই আত্মাও উদাসীন, অকর্তা। সাধারণ মতে সূর্য্যের গমনাগমন সত্য হলেও, তা যেমন সত্য নয়, তেমনই আত্মারও গমনাগমন অসম্ভব। অসীম আত্মা কোথা থেকে কোথায় যাবেন? তিনি তা সর্বব্যাপক। আত্মা নিষ্ক্রিয় হওয়ায় গমন ক্রিয়া তাঁর হবেই বা কি করে? প্রকৃতপক্ষে সুখ–দুঃখ ভোগ, গমনাগমন ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপার আত্মায় প্রক্ষিপ্ত হয়, যা সত্য নয়।

হে রাম! তুমি তাই আর পদার্থভাবনা কোর না। কেউ কি কখনও স্বপ্ন দর্শনে প্রভাবিত হয়? প্রথর গ্রীষ্মে কেউ শীতের ভাবনা ক’রে শীতল হয় না, কল্লিত জলে কখনও তুষা্র নিবারিত হয় না। এই দৃশ্য বিশ্বও আন্তিজাত, তাই দৃশ্য–বিশ্বে প্রত্যয় স্থানপ কোর না, পরিণামী ও জড় জগতে স্থায়িত্ব ও সুখ অন্বেষণ কোর না। যিনি নিখিল বস্তুর সার, তুমি সেই আত্মা। আত্মার স্বভাব যদি উদাসীন, অলিপ্ত, অকর্তৃত্ব হয়, তবে তুমিও উদাসীন, নিলিপ্তভাবে ব্যবহার পরায়ণ হও। তাহলেই তুমি ইচ্ছাভীত হয়ে পরমানন্দ লাভ করবে। প্রদীপ উদাসীন হয়ে প্রজ্জলিত হয়, কিন্তু বস্তু প্রকাশে প্রদীপের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, সেই প্রদীপের আলোতে বস্তু প্রকাশিত হয়। তুমিও নিরভিমান হয়ে উপস্থিত কর্মে ব্যবহারপরায়ণ হও। তাতে নিহতি অনুসারে যা ঘটায়, ঘটুক না কেন, তুমি নির্বিকার অবস্থানে সুপ্রতিষ্ঠ হও। তুমি দেখ, তোমার এই দেহ অন্যের দ্বারা উৎপাদিত, পরিপালিত ও দাহকর্ম সাধিত হয়, তাহলে রাগ–দ্বেষ ইত্যাদির স্থান কোথায়? আবার আমিই একমাত্র কর্তা এই এককর্তৃত্ব দৃঢ় হলে ক্ষোভ–উল্লাস প্রকাশে পারবে না। হে সুধী! আমি কর্তা নই কিংবা আমিই সকলের কর্তা, আমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অথবা কে আমি! আমি কেউ নই, আমি চিদাত্মা বৈ আর কিছু নই– এই ভাবনায় ভাবিত হলে তুমি পরমাত্মায় স্থিতির হবে।

রামচন্দ্র বললেন, আপনার উপদেশে আমার সংশয় অনেকাংশে নিরসিত হলোও, এখনও আমার কিছু সংশয়ভাব আছে। এই জগৎ সং কিংবা অসৎ যা ই হোক, আমি এটি নই, আমি এই, এমন অজ্ঞানময় কল্পনা কিভাবে উদ্ভিত হল? উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেঙ্গবুক বার্তা

নেতাজির কৃতিত্ব নিয়ে অকপট টোটা রায় চৌধুরী!

নেতাজি ভারতমায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এটা শুধু আমি বলছি না, ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্লিফেন্ট অ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘আপনারা ভারত ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন কেন?’ উনি এককথায় উত্তর দিয়েছিলেন, ‘নেতাজি এবং তাঁর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্য।’ নেতারা থাকেন গদিতে, নেতাজি থাকেন হৃদয়ে।

আলোকপাত

হারিয়ে যাচ্ছে ডোমজুড়ের ঐতিহ্যবাহী জুয়েলারী শিল্প

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে হাওড়া ডোমজুড়ের ঐতিহ্যবাহী জুয়েলারী শিল্প। শুনত খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব। হাওড়া ডোমজুড়ের স্বর্ণ শিল্প দেশ তথা বিদেশে ও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এখানের দক্ষ স্বর্ণ শিল্পীদের সুদক্ষ কারিগরীতায় যে এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছে তা বলাই বাহুল্য। এখানকার স্বর্ণ শিল্পীরা দেশ–বিদেশে কর্মরত। এই ডোমজুড় ও তার সংলগ্ন এলাকায় কয়েক হাজার লোকান রয়েছে যেখানে স্বর্ণ শিল্পীরা কাজ করে তাদের রুজি রোজগারের মধ্যে দিয়ে সংসার চালায়। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প ধ্বংসের মুখে।

এর কারণ খুঁজলে প্রথমেই যে বিষয়টি সামনে আসে তা হল, সোনার মূল্যবৃদ্ধি। সোনার মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ–বিদেশ ও কলকাতার বড় বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা তারা নিজেরা নিজেদের কারখানা তৈরি করতে লাগলো। ফলে নামি–দামি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এতো দিন যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ডোমজুড়ে নিয়ে এসে কাজ করতো তা বন্ধ হতে শুরু করলো। যদিও ধীরে ধীরে ডোমজুড়ের স্বর্ণ শিল্পীরা ভিন রাজ্যে ও বিদেশে পাড়ি দিত লাগলো। দুর্বল হয়ে গেল স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও স্বর্ণশিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কারিগররা। এছাড়াও এই শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চারের দোকান, টিকিটের দোকান, বিভিন্ন খাবারের দোকান থেকে শুরু করে জুয়েলারী যন্ত্রপাতির দোকান ও বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা। সব দুর্বল হতে লাগলো।

স্বর্ণশিল্পের এই ভরা ডুবির কারণ আরও আছে। আগে কারিগররা স্বর্ণ অলঙ্কার তৈরি করতো সম্পূর্ণ করে। সোনা কিংবা রূপার পাত তৈরি করে তা ডিজাইন অনুসারে তৈরি হত।



বহু বছর ধরে এই পদ্ধতিই চলে আসছে অলঙ্কার তৈরির ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমানে স্বর্ণ অলঙ্কার তৈরির পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটেছে। হাতের কারিগরির জায়গায় মেশিনে অলঙ্কার তৈরি চালু হল। চীন থেকে অধিকাংশ

মেশিন ভারতে আসতে লাগলো। প্রথমে এই সব মেশিনে তৈরি অলঙ্কারের বাজার মূল্য থাকলেও পরে তা কমে যায়। তাই অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যবসায়ী এই মেশিন কিনে মাল উৎপাদন করতে চালু করে ঠিকই

পরে এমিটিশন(পিতলের উপর) অলঙ্কার তৈরীর দিকে চলে যায়। এর ফলে স্বর্ণ শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্ত কারিগররা কাজ হারাতে চালু করে। কেউ কেউ ভীনরাজ্যে কিংবা দেশের বাইরে চলে যায়, আবার কেউ এই এমিটিেশন অলঙ্কার তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথম প্রথম এই ব্যবসা রমরমিয়ে চললেও অল্প সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল উৎপাদন ও সকলে এই ব্যবসায় চলে আসার ফলে ব্যবসায় ভাটা পড়তে চালু করে। তার উপর কে কত কম পয়সায় মাল তৈরি করতে পারে বা মহাজনকে দিতে পারে। তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তার উপর মহাজনকে কে কত ধার দিতে পারে তার উপর ব্যবসায় টিকে থাকা নির্ভর করে। আগে অলঙ্কার তৈরি হত সম্পূর্ণ হাতে ও তা ছিল বেশ কষ্টের। এখন মেশিনের সাহায্যে কাজ হবার ফলে কাজ অনেক সহজ হয়েছে। তার ফলে এখন মহিলারাও এই কাজে যুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে বহু দক্ষ স্বর্ণ শিল্পী কাজ ছেড়ে বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করছে। কেউ বাধ্য হয়ে টোটো চালিয়ে জীবিকা অর্জন করছে। এর কারণ ডোমজুড়ে সোনার কাজের বদলে এখন কোকানদাররা সকলে ইমিটিেশনের কাজ করছে। এই কাজের মূল্য কম, তাই শ্রমিকের মজুরিও কম। এই অগ্নিমুলের বাজারে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে সকলে। রাজ্যে রাজ্যে মৌলিক পালা বদল ঘটেছে। এ রাজ্যে এখন বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বেশ কয়েকবার ডোমজুড়ে স্বর্ণশিল্প হাবের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই আশা নিয়েই ডোমজুড়ের স্বর্ণশিল্পীরা সরকারের কাছে তাদের দুরবস্থার পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছেন।

মন্মথপুরে স্বাধীনতা দিবসে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, সম্মানিত গ্রাম পুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মন্মথপুর গ্রন্থব মন্দিরের উদ্যোগে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং বিভিন্ন গ্রাম্য পুজো কমিটির ‘প্রবানন্দ হিন্দু সংস্কৃতি সেবা সম্মান’ প্রদান করা হয়।

সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচরণকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রাম্য পুজো কমিটির হাতে শ্রীশ্রী চণ্ডী, গীতা এবং ঠাকুরের ছাতা তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মন্মথপুর গ্রন্থব মন্দিরের পরিচালনায় মন্মথপুর প্রবানন্দ হিন্দু বিদ্যামন্দির, মন্মথপুর হিন্দু মিলন মন্দির এবং



স্বামী প্রণবানন্দ মাতৃ সুরক্ষা মঞ্চে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে মন্মথপুর গ্রন্থব মন্দির প্রাঙ্গণে সকলে একত্রিত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়।

এদিন রবীন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তের ৮০ জন প্রবীণ মানুষের হাতে বস্ত্র ও গীতা তুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্যোক্তারা।

বর্গময় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন ভারত সেবাস্রম সংঘের সন্মাসী স্বামী অন্বেষনন্দ, ব্রহ্মচারী খোকন মহারাজ, প্রধান, উপপ্রধান–সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিত্বকেও মন্দিরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত শিল্পী পলাশ দাস, স্বামী প্রণবানন্দের জীবনাদর্শ নিয়ে গবেষণাকার ড. হিরণ্ময় রায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগীত রচনা ও সুর প্রদানকারী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কৃষ্ণেন্দু দেব।

স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, প্রবীণদের পাশে দাঁড়ানো এবং গ্রাম্য পুজো কমিটিগুলিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী প্রদান সব মিলিয়ে মন্মথপুর গ্রন্থব মন্দির প্রবানন্দ দিনভর উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

জাতীয় পতাকার অবমাননা রুখতে সাইকেল যাত্রায় সুন্দরবনের দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পরে রাস্তায়, আবর্জনার স্তুপে পড়ে থাকা পতাকা উদ্ধার করে নামলে বাসন্তী যুবক সুজাউদ্দিন লস্কর ও জীবনতলার আঠারোবাকির নাসরুল মোল্লা। গত কয়েক ৫ বছর বন্ধুদের সঙ্গে দিনে একই কাজ করে আসছে সুজাউদ্দিন।

বাসন্তী আইটিআই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সুজাউদ্দিন বাসন্তীর উত্তর ভাঙনখালি গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার স্বাধীনতা দিবসের পর দিন রবিবার বাসন্তী থেকে সাইকেলে চেপে খেরিয়ে পড়েছে তারা। বাসন্তী থেকে ক্যানিং, জীবনতলা, ঘটকপুকুর হয়ে নিউটাউন পর্যন্ত প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে পাড়ি দেয় দুই দেশ প্রেমিক বন্ধু। যাত্রাপথে কোথাও রাস্তা–ঘাটে দেখলে তাদের প্রশংসা করছেন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক আধিকারিক সহ সাধারণ মানুষজন।

এদিন সুজাউদ্দিনদের এই মহান



উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে তাদের যাত্রা পথের সূচনা লগ্নে উপস্থিত থেকে তাঁদেরকে প্রশংসা ও উদ্ধৃদ্ধ করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্করা। তিনি বলেন, ‘এই উদ্যোগকে স্বাগত। আমাদের সকলেরই উচিত, জাতীয় পতাকার প্রতি যত্নবান হওয়া। শুধুমাত্র স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন পতাকা তুললে হবে না, পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি দেখতে হবে যাতে কোনও ভাবে সেটিস অবমাননা না হয়।’

অন্যদিকে, সুজাউদ্দিন জানিয়েছে, ‘আমরা দেখেছি পতাকা উত্তোলনের পরে ছোট ছোট কাগজের পতাকা, প্রাস্তিকের পতাকা অনেক জায়গায় রাস্তায়, মাটিতে, আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকে। সাইকেলে করে যাওয়ার পথে সেগুলিই উদ্ধার করে প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এ বিষয়ে মানুষকে সচেতনও করছি।’

দেশ দেশান্তরে

চিন–নির্ভরতা কমাতে নির্মাণ যন্ত্রে প্রণোদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত উচ্চমূল্যের ও প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি দেশে তৈরি করতে বড়সড় আর্থিক প্রণোদনা প্রকল্প আনতে চলেছে ভারত। সরকারি সূত্রের খবর, প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ₹১১,৫০০ কোটি)–র এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ সরঞ্জামের ক্ষেত্রে চিনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আগামী ৭ বছরে দেশীয় নির্মাতাদের উৎসাহ দিতে আর্থিক সুবিধা দেবে। সরকারের আশা, এর ফলে প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হতে পারে। সুড়ঙ্গ খননের জন্য ব্যবহৃত টানেল–বোরিং মেশিন, বহুতল ভবনের লিফট এবং অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে চিনের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য উদ্বেষের বিষয় হয়ে রয়েছে।

২০২৪ সালে চিন থেকে টানেল–বোরিং যন্ত্র ভারতে পাঠানোর ক্ষেত্রে কার্টমস ছাড়পত্রে দেরির ঘটনাও সামনে এসেছিল। এর পর চিন থেকে ভারতের টানেলিং যন্ত্রপাতি আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ২০২২–২৩ অর্থবর্ষে যেখানে আমদানির মূল্য ছিল প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার, ২০২৩–২৪–এ তা কমে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার এবং ২০২৪–২৫–এ মাত্র ৫ লক্ষ ডলার নেমে আসে। ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে তা সামান্য বেড়ে প্রায় ৮ লক্ষ ডলার হয়। সরকারি সূত্রের দাবি, দেশীয় উৎপাদন পরিকাঠামোকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা বিইএমএল ইনভেইশে দেশে টানেল–বোরিং মেশিন তৈরির পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি লারসন অ্যান্ড টার্নো এবং জনসনস্ লিকটস্–এর মতো দেশীয় নির্মাতারাও এই উদ্যোগ

অনন্যা সম্মান পেলেন পাঁচজন মহিলা



নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ আগস্ট ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে গোবরভাঙা সুচেতনা সংস্থার উদ্যোগে ৫ হব সমাজসেবী মহিলাকে ‘অনন্যা’ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এঁরা হলেন, শিক্ষিকা রেবা সরকার, সঞ্জিতা হালদার, জরা কুন্ডু, করুনা পাল ও মৌসুমী করা। তাঁদেরকে উত্তরীয় পরিবে, পুষ্পস্তবক সহ মানপত্র, ঘড়ি ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

গোবরভাঙা সৌষ্ঠবহারী মেলা কমিটির অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজিত

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী শিবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুচেতনার শিল্পীবৃন্দ। সংস্থার সম্পাদিকা শিক্ষিকা কল্পনা ঘোষ দস্তিদার বলেন, যাঁরা পেশাগত হালাদার, জরা কুন্ডু, করুনা পাল ও মৌসুমী করা। তাঁদেরকে উত্তরীয় পরিবে, পুষ্পস্তবক সহ মানপত্র, ঘড়ি ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

গোবরভাঙা সৌষ্ঠবহারী মেলা কমিটির অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজিত

উত্তরণের অভিনব উদ্যোগ



বিগত বছরে বর্ষার কারণে একটা বাড়ি ভেঙে ভেঙে যাওয়ার খবর পেয়ে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি ওই বাড়ি থেকে মেরামত করে দেওয়ার।’ এছাড়াও ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের বুক ব্যাংক। সংগঠনের সভাপতি মৌমিতা জানান, ‘গরিব মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়ানো ছাড়াও তাদের হাতে–কলমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে তারা যেন স্বনির্ভর হতে পারে, তার জন্য আমরা চেষ্টা করি।’ বাকুড়া প্রতাপবাগান মিউনিসিপাল হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সানন ঘোষ, নামে আঁটুড়ি স্তব্ধিক স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী কুন্ডু সহ বিশিষ্ট মানুষজন। ছাত্র–ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ।

বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ ২৪পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে ১৯ আগষ্ট বর্ধগঙ্গিত্তে সকাল ১০.৩০ মিনিটে এক মহা মিলনের আসর বসেছিল সংঘের প্রশাসনিক ভবন, বাওয়ালি জেলা ভবনে। এই মিলন মেলায় সর্বস্তরের কর্মী, প্রশিক্ষক, শুভাকাঙ্খী মানুষজন, জেলার আবাসিক শরীর শিক্ষা শিবিরের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও আধিকারিক সহ জেলার ৪টি জোনে রবীন্দ্র নৃত্য ও ৬টি জোনে অঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজকবৃন্দ ও প্রতিযোগীগত্য যুগ বিচারকমণ্ডলীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এক বর্ণময় মনোঞ্জে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচিত হয়। সূচনাপর্বে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও সংঘ পতাকা



উত্তোলন করলেন যথাক্রমে জেলা কার্যনির্বাহী সভাপতি শ্রদ্ধেয় দেবনাথ অধিকারী ও জেলা সম্পাদক মাননীয় অনিল নক্সার। নাচে–গান–আবৃত্তি–যোগাসন ও নানা কথার মালিকায় সুসজ্জিত জমজমাট আসরে সমাজের নানা স্তরের সংস্কৃতি প্রেমী গুণীজনের উপস্থিতিতে স্মারক সম্মান অর্পণ করা হল। জেলায় জোনভিত্তিক নৃত্য ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজকবৃন্দ ও সম্মানীয় বিচারক মণ্ডলীকে এবং সেইসঙ্গে রাজা প্রতিযোগীগত্য ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী আমাদের জেলার সফল প্রতিযোগীতার উৎসাহিত করে জন্য পুরস্কৃত করা হয়। মনোঞ্জে এই স্বর্গীয় পরিবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মাননীয় জগন্নাথ গুপ্তা, পূর্বতন

সভাপতি মাননীয় জনার্দন পাণ্ডুই, বুড়ুল হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাননীয় তুষার কান্তি মণ্ডল, হরিণডাঙ্গা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মাননীয় নির্মালা হালদার, বাওয়ালী গঙ্গা প্রসাদ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় আনন্দ দাস, রায়পুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মুজিবর রহমান, প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক ও মঞ্চাভিনেতা মাননীয় পার্থপ্রতিম (রাণা) ব্যানার্জী, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির কার্যকরী সম্পাদক মাননীয় প্রণব গুহ, দঃ২৪ পরগণা জেলা থো–থো সংস্থার বর্তমান ও প্রাক্তন জেলা সম্পাদক যথাক্রমে শিক্ষক মাননীয় রঞ্জিৎ মণ্ডল ও শিক্ষক মাননীয় প্রসন্ন দত্তুই, রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে

মধ্য দিয়ে। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান শেষে মধ্যাহ্ন ভোজনে সকলকে আহ্বান জানানলেন মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থাপক শ্রদ্ধেয় জেলা সভাপতি। উপস্থিত সর্ববাইকে অজস্র ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইলো সংঘের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় সংঘের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় প্রেসিডিয়াম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি দেবনাথ অধিকারী, উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মাননীয় সুপ্রিয় রায়, তুষার কান্তি মণ্ডল, শুভেন্দু ঘোষ, মুজিবর রহমান, নির্মালা হালদার, ডাঃ তরুণ রায়, প্রণব গুহ ও বিশ্জিৎ সেনগুপ্ত। সভার শুরুতে সংঘের প্রিয়জন ও দেশের সর্বস্তরের মানুষ জনের প্রয়াশে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এক মিনিট নীরবতা পালন করার

সত্যান্বেষী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ জুলাই দি বয়েজ ওন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইয়াং মেনস ইনস্টিটিউট অভিটোরিয়ামে (পোয়াবাগান) মঞ্চস্থ হল ঢাকুরিয়া আনন্দন গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজিত ‘সত্যান্বেষী’ নাটকটি। এই নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন সৌমেন বিশ্বাস। শরদিদু বন্দোপাধ্যায় সৃষ্টি গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর গল্প অনুসারে রচিত এই নাটক। ব্রিটিশ কলকাতায় মাদকের ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত এবং তৎসহ পর পর কয়েকটি খুনের ঘটনা এই নাটকের প্রেক্ষাপট। গল্প শুরু হয় একটি মেসবাড়ির বোড়ারের আচমকা মৃত্যু খবর থেকে। মেসবাড়ির মালিক অনুকুলবাবু এলাকার হোমিওপ্যাথির ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়, তিনি সকলকে জানান এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা। তর্ক–বিতর্ক, পুলিশের আগমন, মেসের একজন বোড়ারকে পুলিশের বন্দি করা এবং পরিশেষে সকলের সামনে আসল সত্যের উন্মোচন হয়। অভিনয়ে সুতপা বানার্জি, উৎপল মুখার্জি, ময়ূখ চ্যাটার্জি, সুবীর দত্ত বণিক যথার্থ। এছাড়া অরুণ সেনের উপস্থিতি ও সন্দীপ মাজির আবহ এই নাটকটিকে সমৃদ্ধ করে। এই নাটকে আলো দিয়েছেন সৈকত মাল্লা এবং রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন সৃজিতা সেন।

কৈলাসে চা পান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মার্চ গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হল ময়ূরায়ন নাট্যদলের নবনাট্য ‘কৈলাসে চা পান’। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অনুসারে ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য নাটকটি লিখেছেন এবং নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা, আবহ ও নির্দেশনা দিয়েছেন আর্য চন্দ্র। মর্ত্যলোকে এসে বাবা মহাদেবের জর্দা পান ও মা দুর্গার মশলা চায়ের নেশা ধরেছে। কি কারণে এই নেশা ধরলো, তথাপি এই নেশার চাহিদা মেটাতে নন্দী–ভূঙ্গী, জয়া–বিজয়া, ব্রহ্মা–যম–মেনকা কি কি করলেন, কাদের মাধ্যমে কৈলাসে পানের বরজ ও চায়ের বাগান হল, সেই কাভ–কারখানাই ব্যক্ত হয়েছে এই নাটকে, সাথে চমৎকার আবহ ও মঞ্চের ব্যবহার এই হাসির নাটকের বিশেষ অলঙ্কার হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অভিনয়ের জয়গায় আলাদা করে অরুন সেন (শিব), সুতপা ব্যানার্জি (দুর্গা), দীপাধিতা সিনহা (মেনকা), ময়ূখ চ্যাটার্জি (নন্দী), শ্রীলতা সেন (বিজয়া), উৎপল মুখার্জি (বিরিঞ্চি), সৌমিলী দত্তের (জয়া) নাম বলতেই হয়। যমের চরিত্রে আর্য চন্দ্রের বলিষ্ঠ উপস্থিতি নাটক ও দর্শকদের মনোরঞ্জনে বহুমাত্রা যোগ করে এবং শিল্পী তন্ময় দত্ত কণ্ঠ দিয়ে নিজগুণে নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই নাটকে আলোক ও ধ্বনি প্রক্ষেপণ করেছেন যথাক্রমে দীপঙ্কর দে ও সন্দীপ মাজি।

মন্দিরতলায় খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৬ আগস্টসকালে খুঁটিপুজার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শারদোৎসবের প্রবর্ত্তি শুরু করে লিলা হাওড়ার শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব সমিতি। এই খুঁটি পুজার মাধ্যমেই মূলত মা দুর্গার আগমন বার্তা ও উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। সম্পাদক অর্ণব চ্যাটার্জি বলেন, বিজয়কৃষ্ণ স্মৃতি সমিতি পরিচালিত



হাওড়ার শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব কমিটির এবার ১০২ তম বর্ষ দুর্গোৎসব। রবিবার খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হয় সংঘ দেশপ্রেমের জোয়ার ছড়িয়ে দিতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল এই প্রথম চাঙ্গাঘাটির রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ। ১৫ আগস্ট স্টেশন চত্বরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চাঙ্গাঘাটি স্টেশন মাস্টার বাণ্টি কুমার (আই সি)। এদিন সকালে জাতীয় পতাকায় স্যালুট জানানোর পর রেলকর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর।

উষ্টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশোদ্ধাবোধের আবেগ, তেরদ্বার রঙে রঙিন সাজসজ্জা এবং খুদে পড়ুয়াদের প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দক্ষিণ সার্কেলের উষ্টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদযাপিত হল ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করে ১৫ আগস্ট এই বিদ্যালয় সামিল হয়েছিল দেশপ্রেমের উৎসবে।

সকাল থেকেই জাতীয় পতাকার রঙে সেজে ওঠে বিদ্যালয় চত্বর। হাতে ফুল ও ছোট ছোট জাতীয় পতাকা নিয়ে একে একে বিদ্যালয়ে হাজির হয় খুদে পড়ুয়ারা। তাদের পোশাক, সাজসজ্জা ও উচ্ছ্বাসে ফুটে ওঠে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার হাতে

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর শিক্ষক–শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী



ও অভিভাবকদের সম্মিলিত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় রাষ্ট্রগীত ও জাতীয় সংগীত। মুহূর্তেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তৈরি হয় এক আবেগঘন দেশপ্রেমের

অনুষ্ঠানে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বক্তব্যে উঠে আসে ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস। স্মরণ করা হয় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা অগণিত শহিদ এবং জাতীয় জীবনে অবদান রাখা

মনবীর্ষদের। তাঁদের জীবন ও আদর্শ থেকে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম, মানবিকতা, ঐক্য ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এরপর শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খুদে পড়ুয়াদের দেশোদ্ধাবোধক গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনে মুখরিত হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। তেরদঙ্গা পোশাকে সজ্জিত পড়ুয়াদের সম্মিলিত পরিবেশনা উপস্থিত শিক্ষক–শিক্ষিকা, অভিভাবক ও দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। ছোটদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও বর্ণময়। খুদে কণ্ঠের গান, আবৃত্তি আর তেরদ্বার উচ্ছ্বাসে এদিন উষ্টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন হয়ে উঠেছিল এক টুকরো ভারতবর্ষ।

আসছে পাখির বাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোময় অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি চাকরিজীবী। বিপত্নীক একমাত্র সন্তান হৃদয় ও পুত্রবধূ জুঁইকে নিয়ে তার সংসার। তবুও পুত্রবধূ ও পুত্রের নানারকম গল্পনা ও লাঞ্ছনা তাকে প্রতিদিন সহ্য করতে হয়। এই বাড়িতে মনোময় কে শুধুমাত্র বাঘে তার পালিত ছেলে গোপাল। মনোময় এর ছেলে, বৌমা গোপালকে সহ্য করতে পারে না। শুধুমাত্র চাকর মনে করে। শুরু হয় নানা রকম অশান্তি। অন্যদিকে পরমা বিধবা। তার একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান আছে। তারাও বিবাহিত। পরমার কোনো খোঁজ

সঙ্গীবিহীন মনোময়। শুরু হয় নতুন ঝড়। শুরু হয় নতুন গল্প। মনোময় ও পরমা কি পারবে এই পাখির বাসা ছেড়ে অন্য ঘর বাঁধতে? সৃজা ফ্লিমসের সোমনাথ সেনের কাহিনী ও পরিচালিত ও চন্দন দে প্রযোজিত এবং সজল ষোয়ের চিত্রনাট্যে এই ছবিতে অভিনয়ে আছেন পাপিয়া অধিকারী, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মৌবনী সরকার, কন্যাকুমারী, মৌসুমী ভট্টাচার্য বোধিসত্ত্ব মজুমদার, সাব্বানা বসু, দীপাঙ্কন ভট্টাচার্য জ্যাক, শর্মিষ্ঠা মুখার্জি অভিরাজ, দেব মণ্ডল ও আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও



ববর করে না। শুধুমাত্র স্বার্থের জন্য মাঝেমধ্যে আসে। কিন্তু পরমাকে সর্বক্ষণ আগলে রাখে তার কাজের মহিলা মল্লিকদীপরমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ। পরমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে আসে

সোমনাথ সেনের গানে কণ্ঠ দিচ্ছেন সুজয় ভৌমিক ও ডা: উৎসব দাস। সংগীত ও আবহ সংগীতে চন্দন রায় চৌধুরী। সম্পাদনায় আছেন দীপক মণ্ডল ও চিত্রগ্রহণে তীর্থমিত্র এবং রং বিন্যাসে আছেন সুজয় কুমার মিশ্র।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনামূল্যে ফটোকপি দেন জ্যোৎস্না



নিজস্ব প্রতিনিধি : থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনামূল্যে ফটোকপি

করে দেন সিউড়ি নতুনপল্লীর জ্যোৎস্না মণ্ডল(৫৭)। সিউড়ি সদর হাসপাতালের পুরানো জরুরি বিভাগের সামনে একচিলতে গুমটি দোকান করে সংসার চালাতো মুকুল মণ্ডল। ২০১২ সালে মেয়ের মৃত্যু হয়। ২০১৩ সালে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা যায় মুকুল। তখন ছেলে প্রিয়তোষ নবম শ্রেনীর ছাত্র। সংসার চালাতে দোকানে বসা শুরু জ্যোৎস্নার। কিস্তিতে ২০২১ সালে ফটোকপি (জেরক্স) মেশিন কিনে গুমটিতে কাগজপত্র ফটোকপি করা শুরু। বিএসসি পাশ করে ছেলে প্রিয়তোষ বর্তমানে মাতৃঘর প্রকল্পের গাড়িতে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী। হাসপাতালে আসা থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কাগজপত্র বিনামূল্যে ফটোকপি করে দেন জ্যোৎস্না মণ্ডল।

স্বাধীনতা চেতনায় উদ্ভাসিত আচার্য প্রফুল্ল সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর আচার্য প্রফুল্ল সংঘ ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে এলাকার সাধারণ নাগরিকদের ভালো থাকার ও শুভকামনার বার্তা দিল সোনারপুর আচার্য প্রফুল্ল সংঘ। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস। এবছর লক্ষণীয় বিষয় হল স্বাধীনতা দিবস পালন একেবারে উৎসবে পরিণত হয়েছে। একটা কথা বলতে হচ্ছে করে, সবার আগে দেশ, ভাষা ভালো থাকলে তাহলে সবাই ভালো থাকবে। আচার্য প্রফুল্ল সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

১৯৯৮ সাল, অর্থাৎ ৬৮ বছরে পদাধিক করল। সংঘের প্রত্যেক সদস্য এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যদের তরফ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানলেন সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীকে যারা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ও স্বাধীনতার পরিবর্তে প্রাণ দিয়েছেন। জাতীয় পতাকার গৌরব, দেশপ্রেম ও ঐক্যের বার্তা নিয়ে পালিত হল স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান। স্বাধীনতার মূল্যবোধ হানয়ে ধারণ করে নিয়ে, এগিয়ে চলুক আমাদের দেশপ্রেমের সাথে।



চম্পাহাটি স্টেশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিরতণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমগ্র দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাম্পাহাটি স্টেশনে উদযাপিত হল ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস। এই বিশেষ দিনটিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার ছড়িয়ে দিতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল এই প্রথম চাঙ্গাঘাটির রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ। ১৫ আগস্ট স্টেশন চত্বরে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চাঙ্গাঘাটি স্টেশন মাস্টার বাণ্টি কুমার (আই সি)। এদিন সকালে জাতীয় পতাকায় স্যালুট জানানোর পর রেলকর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর।



অঙ্কন প্রতিযোগিতা। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে স্থানীয় শিশুদের অংশগ্রহণমূলক এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় তারা রঙের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলে দেশোদ্ধাবোধ ও জাতীয় ভাবনার নানা ছবি। অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে প্রতিযোগিতায় সফল ও বিজয়ী কচিকিচাদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন স্টেশন মাস্টার বাণ্টি বাবু। ছোটদের উৎসাহ দিতে পেরে এবং তাদের এই আনন্দঘন মুহূর্তে পাশে থাকতে পেরে খুশি রেলের কর্মীরাও। স্টেশন মাস্টারের এই মহৎ উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় চম্পাহাটিসারী ও নিত্যযাত্রীরা। মিস্তিমুখ ও দেশোদ্ধাবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়।



গলে জয় ভারতের

গলে প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ১৬৫ রানে হারাল ভারত। জয়ের নেপথ্যে তরুণ অলরাউন্ডার মানব সুথারের দূরসূত্র বোলিং। দুই ইনিংসে মিলিয়ে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা পারফরমার তিনি। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৪৬২ রানের জবাবে ২৮৪ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৯৩ রানে গুটিয়ে গেলেও ৬৭২ রানের লক্ষ্য দেয়। চতুর্থ দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার রান ছিল ৪ উইকেটে ৮৪। পঞ্চম দিনে সোনােল দিনুশা ৮৪ রান করে লড়াই জিইয়ে রাখলেও শেষ পর্যন্ত ২০৬ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। এই জয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে টিকে রইল শুভমান গিলের ভারত।

ঋষভ ১০০

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে ১০০টি ছয়ের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঋষভ পণ্ড। ভারতের প্রথম এবং বিশ্বের চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। মাত্র ৫১তম টেস্টেই ১০০ ছয়ে পৌঁছে সরেিয়ে দ্রুত এই নজির গড়েছেন পাশা। এর আগে ৮২টি টেস্টে এই মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বেন স্টোকস। টেস্টে সর্বাধিক ১৩৮টি ছয় নিয়ে তালিকার শীর্ষে স্টোকস। এরপর রয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (১০৭) ও আডাম গিলক্রিস্ট (১০০)। ভারতীয়দের মধ্যে ৯১টি করে ছয় মেরে পাহের আগে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বীরেন্দ্র শেখওয়াল ও রোহিত শর্মা।

বিশ্বকাপে কার্লসেন

দাবায় ফের ইম্পোস্টস বিশ্বকাপের শিরোপা জিতলেন বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় ম্যাগনাস কার্লসেন। ফ্রান্সের পার্টিসে ফাইনালে বেলারুশের গ্র্যান্ডমাস্টার ডেনিস লাকারভিকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলেন নরওয়ের ৩৫ বছর বয়সি তারকা। ‘টিম লুকুইড’-এর হয়ে খেলা কার্লসেন পুরো প্রতিযোগিতায় অপরাজিত ছিলেন। অন্যদিকে, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও বারবার ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন ঘটায় ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে বিঘ্ন ঘটে। শেষ পর্যন্ত আলিরেজা ফিরুজাকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেন আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারু নাকামুরা।

হার প্রজ্ঞার

সিদ্ধফিল্ড কাপ ২০২৬ দাবা প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডেই হারের মুখ দেখলেন ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার আর. প্রজ্ঞানানন্দ। জার্মানির ভিনসেন্ট কিমারের কাছে পরাজিত হয়েছেন ২১ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা। কালো ঘূটি নিয়ে খেলতে নেমে রোমানিয়ার সুপারবেট চেস ক্লাসিকের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কিমারের কাছে হার স্বীকার করেন প্রজ্ঞানানন্দ। এই পরাজয়ের পর ১.৫ পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছেন তিনি। একই পয়েন্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আমেরিকার ফ্যাবিয়ানো কার্ফায়ানা, সাম সেভিয়ান এবং কিমার।

মোহনবাগানে সৌরভ

হটাংই মোহনবাগান ক্লাবে হাজির সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্তের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক। বৈঠক শেষে সৌরভের বক্তব্য, অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই দেখা করতই এসেছিলেন। তবে এই সাক্ষাৎ ঘিরে ময়দানে শুরু হয়েছে জল্পনা। সূত্রের খবর, আগামী মাসে সিএবির এজিএম। যুগ্ম সচিব ও সচিব-দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ওই দুই পদে নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিষেক ডালমিয়ারাও প্রার্থী দিতে পারেন বলে খবর। দেবাশিস দত্ত জানান, ক্রিকেট, ফুটবল, খেলাধুলা ও সিএবির বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তাঁদের আলোচনা হয়েছে।

এক যুগ পর খেলরত্ন এ বার শূন্য কেন? অর্জুনে ১৭, তালিকায় নেই একজনও ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকায় এ বার বড় চমক। দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্নের জন্য কোনও ক্রীড়াবিদের নাম ঘোষণা করা হল না। অন্যদিকে ১৭ জন ক্রীড়াবিদকে অর্জুন পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ২০২৫ সালের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক। অর্জুনের তালিকায় যেমন রয়েছেন অ্যাথলেটিক্সের তেজস্বিন শঙ্কর, দাবার দিব্যা দেশমুখ ও বিদিত গুজরাটি, তেমনিই রয়েছেন ব্যাডমিন্টনের ত্রিশা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ, হকির লালরেমসিয়ামি ও রাজকুমার পাল। রয়েছেন স্প্রিন্টার মহম্মদ আজমল, বক্সার নরেন্দ্র, শুটার অখিল শেওরান, রোয়িংয়ের অরবিন্দ সিং এবং প্যারা-স্পোর্টসের রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল ও একতা ভায়ান।

তবে নজর কেড়েছে খেলরত্নের শূন্যতা। ১৯৯১-৯২ সালে এই সম্মান চালু হওয়ার পর এ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার কোনও ক্রীড়াবিদকে খেলরত্ন দেওয়া হচ্ছে না। এর আগে ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে এমন ঘটনা ঘটেছিল। এ বার হকি তারকা হার্দিক সিংয়ের নাম খেলরত্নের জন্য বিবেচনায় এলেও শেষ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পাননি।

অর্জুনের তালিকায় তরুণ



প্রতিভাদের উপস্থিতি অবশ্য উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকাপজয়ী দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখ এবং অ্যাথলিটিক তেজস্বিন শঙ্কর রয়েছেন সেই তালিকায়। ব্যাডমিন্টনে ত্রিশা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটিও পাচ্ছেন এই সম্মান। শ্রবণপ্রতিবন্ধী শুটার ধনুষ শ্রীকান্তের নামও রয়েছে পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায়।

অবাক করা বিষয়, এ বারের তালিকায় ক্রিকেটের কোনও প্রতিনিধি নেই। ১৭ জন অর্জুনজয়ীর মধ্যে কোনও ক্রিকেটারকে রাখা হয়নি।

ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিক উজ্জ্বল পারফরম্যান্স সত্ত্বেও কেন এই তালিকায় ক্রিকেটার নেই, তা নিয়েও ক্রীড়া মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি কোচদেরও সম্মান জানানো হচ্ছে। দ্রোণাচার্য পুরস্কারের সাধারণ বিভাগে রয়েছেন অ্যাথলেটিক্স কোচ পরবীর সিং, বক্সিং কোচ ছোট্ট লাল যাদব এবং শুটিং কোচ নেহা চন্দন। আজীবন সম্মাননার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বক্সিং কোচ ধর্মেন্দ্র সিং যাদব এবং কুস্তি কোচ বীরেন্দ্র কুমার। আজীবন কৃতিত্বের জন্য অর্জুন সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার আই অরুন্নয়নগেম। ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ ক্রীড়া জীবনের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের তালিকায় আরও একটি সম্মান রয়েছে।

খেলাধুলারপ্রাসরে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় খেল প্রোৎসাহন পুরস্কার পাচ্ছে পূর্বের আর্মি প্যারালিম্পিক নোড।

একনজরে পুরস্কারপ্রাপকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা

অর্জুন পুরস্কার: তেজস্বিন শঙ্কর (অ্যাথলেটিক্স), মহম্মদ আজমল ডি (অ্যাথলেটিক্স), ত্রিশা জলি (ব্যাডমিন্টন), গায়ত্রী গোপীচাঁদ (ব্যাডমিন্টন), নরেন্দ্র (বক্সিং), বিদিত সন্তোষ গুজরাটি (দাবা), দিব্যা জিতেন্দ্র দেশমুখ (দাবা), ধনুষ শ্রীকান্ত (ডেফ শুটিং), লালরেমসিয়ামি (হকি), রাজকুমার পাল (হকি), সুরজিং (কাবাডি), পূজা (কাবাডি), রুদ্রাংশ খান্ডেলওয়াল (প্যারা শুটিং), একতা ভায়ান (প্যারা অ্যাথলেটিক্স), অরবিন্দ সিং (রোয়িং), অখিল শেওরান (শুটিং)।

অর্জুন পুরস্কার (আজীবন): আই অরুন্নয়নগেম (ফুটবল)।

দ্রোণাচার্য পুরস্কার (সাধারণ): পরবীর সিং (অ্যাথলেটিক্স), ছোট্ট লাল যাদব (বক্সিং), নেহা নন্দকুমার চন্দন (শুটিং)।

দ্রোণাচার্য পুরস্কার (আজীবন): ধর্মেন্দ্র সিং যাদব (বক্সিং), বীরেন্দ্র কুমার (কুস্তি)।

রাষ্ট্রীয় খেল প্রোৎসাহন পুরস্কার: আর্মি প্যারালিম্পিক নোড, পুণে।

জিম্ন্যাস্টিকে সোনা জয় শুভদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেসালুরুতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত জিম্ন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে পূর্বস্থলীর মুখ উজ্জ্বল করল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র শুভদীপ পাল। পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনের এই ছাত্র ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী বিভাগে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে।

চলতি মাসে জিম্ন্যাস্টিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে বেসালুরুতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১০০-রও বেশি প্রতিযোগী এই বিভাগে অংশ নেয়। তাদের পিছনে ফেলে সোরার শিরোপা ছিনিয়ে নেয় পূর্বস্থলীর চুপি গ্রামের বাসিন্দা শুভদীপ।

এই সাফল্যে



স্বাভাবিকভাবেই খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাঁরা জানান, শুভদীপের বাবা মৃত শিল্পী। প্রতিকূলতার মধ্যেও শুভদীপের একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। তাঁর এই কৃতিত্ব বিদ্যালয়ের গর্ব বলেও জানান শিক্ষকরা। আগামী দিনে শুভদীপ আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলে তাঁরা আশাবাদী।

জামশেদপুরের লাইসেন্সে আইএসএলে চার্লি ব্রাদার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে আইএসএলে খেলার সুযোগ পেল গোয়ার চার্লি ব্রাদার্স। জামশেদপুর এফসির স্পোর্টিং লাইসেন্সে ২০২৬-২৭ মরশুমের দেশের এক নম্বর ফুটবল লিগে খেলবে গোয়ার ক্লাবটি। ১৪ আগস্ট দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে। টাটা গোষ্ঠী মাত্র ১০০ টাকার প্রতীকী মূল্যে জামশেদপুর এফসির সমস্ত শেয়ার চার্লি ব্রাদার্সকে হস্তান্তর করেছে বলে খবর। জামশেদপুরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ১২ জন ফুটবলার ও দু'জন কোচও চার্লি ব্রাদার্সের আইএসএলে খেলার সুযোগ দেবেন। পুরো হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলতি মাসের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা। তবে এর জন্য এআইএফএফের

সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন। গত মরশুমে আই লিগ জিতে সরাসরি আইএসএলে ওঠার কথা ছিল চার্লিদের। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ইন্টার কাশীর সঙ্গে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত ইন্টার কাশীকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। এবার জামশেদপুরের লাইসেন্সের হাত ধরে সেই আইএসএল-স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে চার্লিদের। অন্যদিকে, অংশগ্রহণ ফি সংক্রান্ত জটিলতায় ২০২৬-২৭ মরশুম থেকে আইএসএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছে জামশেদপুর। ফলে দেশের সর্বোচ্চ লিগে তাদের টানা নয় বছরের যাত্রারও ইতি ঘটল।

টেবিল টেনিসের পাশে পর্যটন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেবিল টেনিসের উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বাংলা ও ভারতীয় টেবিল টেনিস দলকে স্পনসর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তাঁর দাবি, খেলার প্রসারের পাশাপাশি ক্রীড়ার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার পর্যটনকে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মন্ত্রী জানান, বাংলা দলকে স্পনসর করার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত। জাতীয় দলের স্পনসরশিপের প্রস্তাবও দ্রুত পাঠানো হবে। তবে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রশাসনিক জটিলতা মিটে নতুন বোর্ড গঠনের পরই জাতীয় দলের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরিচালনগত সমস্যার কারণে সম্প্রতি ফেডারেশনকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।

ফুটবলপ্রেমী দিবসে রক্তদানের নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলপ্রেমী দিবস উপলক্ষে আইএফএ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টিয়ার্স ব্লাড ডোনরসের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত হল বেঙ্গলা রক্তদান শিবির। কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে মূল শিবিরে ৩০২ জন রক্তদান করেন। তবে এই উদ্যোগের বিশেষ দিক ছিল জেলার অংশগ্রহণ। ঘাটলে ২৭৭ জন, ডেবরায় ১০০, পূর্ব মেদিনীপুরে ৯৪, দাঁতনে ৭৯, টাকিতে ৭০, ঝাড়গ্রামে ৫৫, চিত্রগঞ্জ ৩২, শিলিগুড়িতে ৩০, তামলুকে ২৩ এবং কুলটিতে ২২ জন রক্তদান করেন। সব মিলিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১০৮৪ জন এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার ও ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমরেশ চৌধুরী, ভাস্কর

গঙ্গোপাধ্যায়, জামশেদ নাসিরি, অমিত ভদ্র, দীপেন্দ্র বিশ্বাস, দীপঙ্কর রায়, সঞ্জয় সেন ও দেলা মুখার্জি। রক্তদাতাদের শংসাপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ দে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্যরাও। প্রতি বছর ১৬ আগস্ট ফুটবলপ্রেমী দিবসে ১৯৮০ সালের সেই মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণ করা হয়। ইডেন গার্ডেনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৬ জন ফুটবলপ্রেমী। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন ফুটবলের আবেগকে রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করল আইএফএ। আর কলকাতার পাশাপাশি জেলার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই কর্মসূচি পেল আরও বড় মাত্রা।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের দিন গুসকরা কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। আট দলীয় আমন্ত্রণমূলক এই প্রতিযোগিতা ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট। এবারেই প্রথম বিজেপি নগর মণ্ডল (৬) টুর্নামেন্টটি পরিচালনা করেন। তপশিলি মোর্চা প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ



বৈদ্য বলেন, আমি খেলাধুলার ছেলে, প্রথম বছর হয়তো কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে, কিন্তু আগামী বছর পূর্ণমাত্রায় সবকিছু নিখুঁত থাকবে এবং ফুটবলপ্রেমীর সার্থে সকলেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবেন। প্রাক্তন ফুটবলার সৌমেন দাস (নম্ব)-এর আশ্রয় চেষ্টায় এই টুর্নামেন্টটি সফল হয়। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি উদ্বোধন করেন রাজ্যের আবাসন প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাঝি। ফাইনালে মুখোমুখি হয় শান্তিনিকেতন ট্রাইবাল এ্যাকাডেমি ও বর্ধমান এস ৪ ডি। ফাইনাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। খেলার ফলাফল নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত থাকে। এরপর টাইব্রেকারে শান্তিনিকেতন ট্রাইবাল এ্যাকাডেমি ৪-৩ গোলে বর্ধমান এস ৪ ডি-কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টের ম্যান অফ দি সিরিজ হন বর্ধমানের বিবেকানন্দ চ্যাটার্জী, অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের ট্রাইবাল এ্যাকাডেমির খেলোয়াড় রবিনাথ মুন্সুর ম্যান অফ দি ম্যাচ হন। খেলা শেষে বিজয়ী দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং বিজিত বর্ধমান এস ৪ ডি টিমকে রানার্স ট্রফি সহ ৬০,০০০ টাকা আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফাইনালে প্রচুর দর্শক খেলা উপভোগ করেন।

ভুঁড়ি যত বড়, গোলের স্বপ্ন তত জোর নববারাকপুরে জমজমাট ‘গণপতি ফুটবল’

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ ফুটবল একটু আলাদা। এখানে বলের চেয়ে ভুঁড়িই যেন বড়! আর সেই ভুঁড়ি যদি ৪২ ইঞ্চির কম হয়, তা হলে মাঠে নামার প্রশ্নই নেই। বয়সও হতে হবে ৪০ পেরোনো। এমনই মজার নিয়মে ফের জমে উঠছে ‘গণপতি ফুটবল’। চাঁদপুর লেনিনগড় শিব মন্দির কমিটির উদ্যোগে আগামী ২৩ আগস্ট, রবিবার বিকেল ৪টায় স্থানীয় লেনিনগড় সুভাষ সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে গণপতি প্রদর্শনী ফুটবল। দীর্ঘ ১৮ বছর পর ফের স্বমহিমায় ফিরছে এই অভিনব ফুটবল উৎসব। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি-কাদা মাড়িয়ে ভুঁড়িওয়ালা ফুটবলারদের অনুশীলনে সরগরম মাঠ।

১৯৯৮ সালে শুরু হয়েছিল এই মজার ফুটবল। ২০০৮ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর ধরে চলেছিল প্রতিযোগিতা। প্রথম দিকে দু'টি দল নিয়ে খেলা হলেও পরে চারটি দলের অংশগ্রহণে জমে উঠেছিল আসর। এবার দীর্ঘ বিরতির পর নতুন করে



আয়োজিত হচ্ছে গণপতি ফুটবল। নিয়মও বেশ মজার। খেলোয়াড়ের বয়স ৪০ বছরের বেশি হতে হবে, আর ভুঁড়ির মাপ অন্তত ৪২ ইঞ্চি। শুধু মুখের কথা নয়, ফিতে দিয়ে মেপেই হবে ভুঁড়ির যোগ্যতা যাচাই! প্রতি দলে থাকবেন ১১ জন করে ‘গণপতি’। সোদপুর, ঘোলা, মুড়াগাছা, যোগেন্দ্রনগর, বিরটি, মধ্যগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই খেলোয়াড় বাছাই করা হয়েছে। থাকবে ‘সর্বোচ্চ

ভুঁড়ি’-র জন্যও থাকছে নজরকাড়া পুরস্কার! অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রভুটি ম্যাচ ও বর্তমানের খ্যাতনামা ফুটবলার, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক-সহ বিশিষ্টজনরা। ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করার পাশাপাশি হাসি-আনন্দে মানুষকে মাতামুখী করাই উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, বল ছোট হোক, ভুঁড়ি বড় হোক-গণপতি ফুটবলে গোলের সঙ্গে হাসির গোলাও যে নিশ্চিত, তা বলাই যায়!

মহাত্মাকে সম্মান জানিয়ে গান্ধী জয়ন্তীতেই কি বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে ক্রিকেটের মহাযজ্ঞের সূচনা! সব ঠিকঠাক থাকলে ২০২৭ সালের গুয়ানডে বিশ্বকাপের উদ্বোধন হতে পারে আগামী ২ অক্টোবর। দিনটি ভারতে গান্ধী জয়ন্তী হিসেবে পালিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এখনও অবশ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে দিনটি ঘোষণা করেনি। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে গান্ধীজির ঐতিহাসিক সম্পর্কে সামনে রেখেই ২ অক্টোবর থেকে

বিশ্বকাপ শুরু করার পরিকল্পনা করছে আইসিসি। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ যৌথ ভাবে আয়োজন করবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে গান্ধীজির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ২১টি বছর কেটেছিল। সেখানেই তাঁর অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের ভাবনা আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। ফলে গান্ধী জয়ন্তীতে বিশ্বকাপ শুরু হলে তা নিছক ক্রিকেটীয় আয়োজন না হয়ে এক বিশেষ প্রতীকী শ্রদ্ধা হিসেবেও সামনে আসতে পারে।

প্রাথমিক পরিকল্পনায় ৮ অক্টোবর থেকে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী ১ থেকে ৭ অক্টোবর প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ার কথা। নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হলে মূল প্রতিযোগিতা কয়েক দিন এগিয়ে আসবে। সে ক্ষেত্রে প্রস্তুতি ম্যাচও আরও আগে শেষ করতে হবে। ফাইনাল অবশ্য ২১ নভেম্বরেই হওয়ার কথা। ২ অক্টোবর শুরু হলে প্রায় ৫০ দিন ধরে চলবে ক্রিকেটের এই মহারণ। বাড়ুছে দলের সংখ্যা, বদলাচ্ছে ফরম্যাট



বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের দ্বিতীয় খেলা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে। বাঁকুড়া নবজীবনপুর এসএসএস বনাম বাঁকুড়া ফুটবল প্র্যাকটিস সেন্টার মধ্যে এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সদস্য অসীম চন্দ্র জানান, বাঁকুড়া নবজীবনপুর এসএসএস ১-০ গোলে বাঁকুড়া প্র্যাকটিস সেন্টারকে হারায়। নবজীবনপুরের অজিত মূর্মু এই খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

প্রকাশিত

দেশলোকে

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে